দৈনিক ইনকিলাব
13
তারিখ ... 29 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন

—প্রেসিডেন্ট

বাসস ঃ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিজ্ঞানভিত্তিক একটি উন্নয়ন নীতির প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, জাতিকে অবশ্যই উন্নয়নের এমন সেরা ক্ষেত্রগুলো বেছে নিতে হবে যেখানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা জ্ঞানের কাঠামো ও কার্যরত প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন আনতে পারবেন। তিনি গতকাল (শনিবার) ঢাকায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি সংক্রান্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির (বিএএস) ৩-দিনব্যাপী ২০তম বাংলাদেশ বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএএএস-এর সভাপতি ও বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া,

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভিসি অধ্যাপক নূরুদ্দীন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি,প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, বিএএএস-এর সাধারণ সম্পাদক জুনাব আলী এবং বিএএএস-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মমিনুল হকও বক্তৃতা করেন।

সরকার এবং জাতির লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংগ্রামে জয়লাভ এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সম্পদের দরিদ্রতা মোকাবিলা করে টিকে থাকার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন, নতুন কৌশল ও উদ্ভাবন এবং নতুন কর্মপদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কৃষি, চিকিৎসা এবং এমনকি সমাজ প্রকৌশলসহ একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নতুন জ্ঞান ও মৌলিক ধরনের সমঝোতার উপর আরও অনেক বেশী নির্ভরশীল হবে।

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বলেন, একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণের প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে শেরে বাংলা নগরে ২ একর জমির উপর ১৫শ' আসনবিশিষ্ট মিলনায়তনের ব্যবস্থা রেখে একটি ১৫তলা ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ১৬ জন বিজ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য পুরস্কৃত করেন।